তারিখ ২৬ FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩২

সংবাদ

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া কমেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। প্রাথমিকেও এই হার সামান্য কমেছে। ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৬১ শতাংশেরও বেশি, ২০১৫ সালে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশে। উচ্চশিক্ষা স্তরে ২০০৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল প্রায় ৪৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে এ হার ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ নেমে আসে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে। এছাড়া বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ৪৭ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫১ শতাংশই ছাত্রী।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) 'শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৫'র প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে ব্যানবেইস প্রতিবেদনে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সরকারের অপর এক সংস্থার তথ্যের চেয়ে প্রায় ২৫ লাখ ছাত্রছাত্রী কম দেখানো মাধ্যমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

মাধ্যমিক : স্তরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যানবেইস জরিপে দেখা গেছে, ২০১৫ সালে দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরে মোট ছাত্রছাত্রী ছিল তিন কোটি ১৯ লাখ ৩৭ হাজার ১৯৬ জন।

কিন্তু ২০১৫ সালে সরকার মোট প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের চার কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই তুলে দিয়েছিল। এমনকি ২০১৪ সালেও সরকার তিন কোটি ৭৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬৭২ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যবই তুলে দিয়েছিল।

গতকাল বিকালে রাজধানীর ব্যানবেইস ভবনে এক কর্মশালায় 'বাংলাদেশ অ্যাডুকেশন স্ট্যাটিসস্টিকস-২০১৫' এ তথ্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ ও প্রধান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য বের করে আনতে হবে। এমন কোন পরিসংখ্যান যেন না হয় যাতে ভুল থাকে।'

ঝরে পড়ার হার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে দেশে মাধ্যমিক (স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়ার হার ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ছিল ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ।

আর ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষ দেশগুলোর কাতারে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল ভুটান। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী হচ্ছে ৫১ শতাংশ। যেখানে বাংলাদেশ ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ। এছাড়া ইরান ৪৭ দশমিক ৫, ভারত ৪৭ দশমিক ৬, নেপাল ৫০ দশমিক ৬, আফগানিস্তানে ছাত্রীর অংশগ্রহণ ৩৪ দশমিক ৬, শ্রীলঙ্কায় ৫০ দশমিক ৯ এবং পাকিস্তানে শিক্ষার্থীদের ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।

রিপোর্টে বলা হয়, ২০০৮ সালে দেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার ছিল ৬১ দশমিক ৩৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫৫ দশমিক ৩১ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ৫৫ দশমিক ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছিল। ২০১১ সালে ঝরে পড়ার হার হয়েছিল ৫৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। ২০১২ সালে ৪৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে করে হয় ৪৩ দশমিক ১৮, ২০১৪ সালে ৪১ দশমিক ৫৯ এবং ২০১৫ সালে ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশ।

অন্যদিকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৪২ দশমিক ১১, ২০১০ সালে ৩৭ দশমিক ৩৬। ২০১১ সালে ৩৭ দশমিক ১৩, ২০১২ সালে ২১ দশমিক ৮০, ২০১৩ সালে ২১ দশমিক ৬০, ২০১৪ সালে ২১ দশমিক ৩৭ এবং ২০১৫ সালে একটু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ।

শিক্ষা প্রতিবেদনে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সরকারি ও সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলে ধরা হলেও কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। এতে বলা হয়েছে, দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এক লাখ ২২ হাজার ১৭৬টি। শিক্ষার্থী এক কোটি ৯০ লাখ ৬৭ হাজার ৭৬১ জন। সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল আছে ২০ হাজার ২৯৭টি, যেখানে শিক্ষার্থী ৯৭ লাখ ৪৩ হাজার ৭২ জন। চার হাজার ১১৩টি কলেজে শিক্ষার্থী ৩৬ লাখ ৭৮ হাজার ৮৬৯ জন। ৯ হাজার ৩১৯টি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ২৪ লাখ ৯ হাজার ৩৩৭ জন। সরকারি ৩৭ ও ৮৫ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আট লাখ ৭২ হাজার ৮৯১ জন। তবে জরিপ কার্যক্রম চলার পর আরও একটি পাবলিক ও ছয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য এখানে যুক্ত করা হয়নি।